খেলা

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

মতিলাল ছেলেকে বললে—বোসো বাবা, গোলমাল কোরো না। হিসেব দেখছি—

ছেলে বাবার কোঁচার প্রান্ত ধরে টেনে বললে—ও বাবা, খেলা করবি আয়—

—না, এখন টানিস্‌নে—আমার কাজ আছে—

—ও বাবা, খেলা করবি আয়—ঘোয়া খেলা কবি আয়—-আঃ জ্বালালে—চ দেখি—

মতিলাল হিসাবের খাতা বন্ধ করে ছেলের পিছু পিছুচললো। ছেলে তার কোঁচার কাপড় ধরে টেনে নিয়ে চললো কোথায় তা সে-ই জানে।

—কোথায় রে ?

—ওখেনে—

হাত তুলে খোকা একটা অনির্দেশ্য অস্পষ্ট ইঙ্গিতকরে—ভালো বোঝা যায়না। অবশেষে দেখা যায়,ভাঁড়ারঘরের পেছনে যে ছোট রোয়াক আছে, বর্ষার জলে সেটা বেজায় পেছল, শেওলা জমে বিপজ্জনক ভাবে মসৃণ—সেখানে নিয়ে এসে দাঁড় করালে মতিলালকে—

—এখানে কি রে ?

—আউভাজা খা, আউভাজা খানে—

খোকা রোয়াকের নিচেকার কালকাসুন্দে গাছের পাতাএক-একটা করে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে লাগলো হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে, তারপর বাবার সামনে সেগুলো এক এক করে বসিয়ে দিলে।

—পড়ে যাবি, পড়ে যাবি, রোয়াক থেকে নীচে পড়ে গেলে ইটে কেটে—আঃ !

—আউভাজা খা না-ও বাবা ?

মতিলাল ছেলের হাত ধরে রোয়াকের ধার থেকে টেনে নিয়ে এল দেওয়ালের দিকে। ছেলে ঘাড় বেঁকিয়ে চোখের তারা একপাশে নিয়ে এসে মতিলালের দিকে চেয়ে বললে—ঠিকবলেচ—

এ কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অবান্তর। ঐ কথাটা ছেলে সম্প্রতি শিখেচে সুতরাং স্থানে-অস্থানে সেটা বলতে হবেই। মতিলাল ছেলের কথার দিকে মন না দিয়ে খড়ের চালার একটা বাঁশের রুয়োর দিকে চেয়ে আপন মনে বলতে লাগলো—এঃ, উই লেগেচে দেখো—বর্ষাকালে যেটা তুমি নিজে চোখে নাদেখলে, সেটাই লোকসান হবে—

খোকা এবারও বললে—ঠিক বলেচ—

অবিশ্যি খোকার উক্তির প্রয়োগসাফল্য এখানে সম্পূর্ণআকস্মিক।

মতিলাল বললে—যাঃযাঃ—ঐ এক শিখেচে ‘ঠিকবলেচ’, তা ওর সব জায়গায় বলা চাই ! তা খাটুক আর নাখাটুক—থাম্‌—

খোকা ভাবলে, বাবা তাকে বকলে কেন ?সে হঠাৎ বড়দুঃখিত হল। দেড় বছর মাত্র ওর বয়েস, নাম টুনু, যেমন দুষ্টু, তেমনি বাচাল। মুখের বিরাম একদণ্ড নেই। বিষম পিতৃভক্ত, বাবা ছাড়া জানে না। সর্বদা বাবাকে চায়। ওর মা বলে, কাকে তুমি বেশি ভালোবাসো খোকা ?

—বাবা মতিলালকে।

—আর মা অন্নপুন্নোকে নয়।

—হুঁ-উ-উ।

—তবে ?

—বাবা মতিলালকে।

—তা তো সবই বুঝলাম। আমি বুঝি ভেসে এইচি ?আমি বুঝি ভালোবাসার যুগ্যি নই, হ্যাঁরে—এইবার বল, কাকেভালোবাসিস্ ?

—বাবাকে, বাবা মতিলালকে—

—বাঃ, বেশ ছেলে দেখচি। খোকন, সোনার খোকন, তুমি কার খোকন ?

—বাবা মতিলালের।

—আর কার খোকন ?

—মার।

—মার কি ভাগ্যি !

এই ধরনের কথা রোজই প্রায় হয়। এসব থেকে এইটুকুইবোঝা যায় যে, টুনু বাবার একটু বিশেষ রকমের ন্যাওটো। বাবাছাড়া সে কাউকে চায় না বড় একটা, বাবার সঙ্গে নাওয়া, বাবার সঙ্গে খাওয়া, বাবার সঙ্গে ঘুমোনো।

মতিলাল এতে খুব সন্তুষ্ট নয়। তার হিসেবপত্রের খাতা মোটেই এগোয় না, এক দিনের কাজে তিন দিন লাগে।

বিকেলে মতিলাল হয়তো চাইচে নদীর ধারে কি কোনো বন্ধুর বাড়ি একটু বেড়িয়ে আসবে, ছেলে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললে—ও বাবা, কি করচিস ?

—কিছু করিনি। দাঁড়িয়ে আছি।

—বেরিয়ে চলো। আমি যাবো।

—না।

—আমি যাবো বাবা।

—না। যায় না।

খোকা ততক্ষণ মতিলালের কোঁচার কাপড় হাতের মুঠোর মধ্যে পাকিয়ে ধরে ঠোংট ফুলিয়েচে। চোখে তার করুণআবেদন ও আশার চাউনি। কে পারে তার কথা না শুনে ? মতিলালকে সঙ্গে নিতেই হয়। বাবার কাঁধে উঠে স্ফূর্তি তার।তখন সে জেনেছে, বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্চে সে অনেকদূরে কোথাও। তার পরিচিত জগতের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে।

মনের আনন্দে সে বলে যাবে—ও বাবা, ও মতিলাল, কিকরচিস ?বেরিয়ে চলো ?আমি যাই।

—কোথায় যাচ্ছিস রে ?

—মুকি আনতে।

—আর কি আনতে ?

—চিনি আনতে।

—আর কি আনতে ?

—মাছ।

—আর কি ?

খোকা ভেবে ভেবে ঘাড় দুলিয়ে বলে—আউভাজা—

—বেশ।

খানিকদূর গিয়ে খোকা আর বাবার কাঁধে থাকতে রাজিহয় না। তাকে পথে নামিয়ে দিলে সে গুটি গুটি হেঁটে চলে। দু-একবার পড়ে যায়, আবার ঠেলে ওঠে। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে খোকা আর চলে না। সামনের দিকে কি একটা জিনিস সে লক্ষ্য করে দেখচে।

—চল্ এগিয়ে, দাঁড়ালি কেন ?

খোকা ছোট্ট হাত দুটি প্রসারিত করে বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে—বিচন কাদা ! ...

—কোথায় ভীষণ কাদা রে ?কাদাই নেই রাস্তায়—চল্—

—বিচন কাদা !...

তবে নামলি কেন কোল থেকে ?আয় আবার কোলেআয়—

আবার চলতে শুরু করলো খোকা। বেশ খানিকটা গেলগুট গুট করে। একটা জায়গায় পথের পাশে একটা শুকনোকিসের ডাল পড়ে থাকতে দেখে থেমে গেল। আঙুল বাড়িয়েবললে—বাবা—আটি—আমি নিই—

—যাতে তাতে হাত দিয়ো না

—বাবা আমি নিই—

—নাও ।

খোকার একটা গুণ, বাবার বিনা অনুমতিতে সে কোনোএকটা কাজ হঠাৎ করতে চায় না। এইবার সে তুলে নিলে লাঠিটা। আশেপাশের গাছপালার গায়ে সপাসপ মারতেলাগলো। ওর বাবা বলে—ফেলে দে—ও খোকা, এইবারফেলে দাও লক্ষ্মীটি—

—ও মতিলাল ?

—কি ?

—কি করচিস ?

—বেড়াতে যাচ্ছি বাবা। লাঠিটা ফেলে দে—লক্ষ্মী খোকা, লাঠি ফেলে দে—

খোকা লাঠিটা রাস্তার পাশে ফেলে রেখে আবার দিব্যিগুট্ গুট্ করে চলে। এক জায়গায় রাস্তারদু-পাশে ভাঁটুই গাছবর্ষাকালে খুব বেড়েচে। রাস্তার দুপাশে অনেক দূর পর্যন্ত ভাঁটুইবন।

খোকা হঠাৎ দুহাত প্রসারিত করে বললে—কি ধান ! কিধান !

—ধান কই রে?ও হল—

—কি ধান ! কি ধান !

মতিলাল ভেবে দেখলে, অতটুকু ছেলে ধান এবং ভাঁটুইয়ের পার্থক্য কি করে বুঝবে !

—ও বাবা, কি ওতা ?

—কই রে ?

—ওই বসে আছে—

মতিলাল খোকার আঙুলের দিগদর্শন অনুসরণ করে দেখলে, সামনের গাছের ডালে একটা কাঠবেড়ালি বসেআছে। খোকা আর যায় না, সে দাঁড়িয়ে গিয়েচে এবং ভয়েরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে একদৃষ্টে সেটার দিকে। বাবার দিকে দুহাতবাড়িয়ে বললে—বাবা, কোলে—

—কোলে আসবি ?

—ভয় কব্‌বে—

—কিসের ভয় রে ?এটা হল কাঠবেড়ালি—ও কিছুবলে না। ভয় নেই—চল্—

মতিলাল যে বন্ধুটির বাড়ি গেল, তারা ওকে এক পেয়ালা চা খেতে দিলে। মতিলালের ছেলেকে দিল একটুকরো মিছরি।খোকা মিছরি একটু মুখে দিয়েই মুখ থেকে বার করে নিয়েমতিলালের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বললে—বাবা, খা—

এখন এ ব্যাপারটার ভেতরের কথা এখানে বলা এ সময়েই দরকার। ছেলের বয়স যখন আরো কম, দশ-এগারো মাস কি বছরখানেক, তখন থেকেই সে নিজের মুখে কোনোজিনিস মিষ্টি লাগলেই বাবার মুখের দিকে হাত বাড়িয়েবলবে—বাবা, খা—

মতিলালেরও বিশেষ আপত্তি থাকত না তাতে।

অবশ্য একটিবার বাদে।

একবার মাতৃস্তন্য পান করতে করতে খোকা নিকটে উপবিষ্ট মতিলালকে বলেছিল—বাবা, মিস্ত খা—

মতিলালেরা স্বামী-স্ত্রী মিলে খুব হেসেছিল।

নিজের মুখে যা ভালো লাগবে, তাই সে দেবেই বাবারমুখে এবং মতিলাল তা খেয়েও এসেচে, মুশকিলে পড়ে যেতেহয় ওকে, লোকজন থাকলে।

এখানে যেমন হল।

মতিলাল সলজ্জভাবে বললে-না, না—আমি আবার কি, খাও না—

খোকা বাবার রাগের কারণ খুঁজে পেলে না, রোজ যেখায়, আজ খাচ্ছে না কেন ?নিশ্চয়ই রাগ করেচে।

সে দ্বিগুণ উৎসাহে বাবার মুখের আরো কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বললে—বাবা, খা—

—না না।তুমি খাও—

—বাবা, খা না—

খোকার এবার কান্নার সুর। অমন মিষ্টি জিনিসটা বাবাকেসে খাওয়াবেই।

মতিলাল ধমক দিয়ে বললে—আঃ খাও না ?আমার মুখেকেন ?

—বাবা, খা না—

এবার বোধ হয় সে কেঁদেই ফেলবে। অগত্যা মতিলাল খোকার হাত থেকে মিছরির টুকরোটা নিয়ে খাবার ভান করেআবার ওর হাতে দিলে। খোকাকে ভোলানো অত সহজ নয়।সে বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললে, মিষ্টি ?

—খুব মিষ্টি।

—আবার খা—

—না রে বাপু, বিরক্ত করলে দেখচি—

বন্ধুর বাড়িতে অনেকে বসে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললে—খোকা কি বলচে ?

মতিলাল বললে, মিছরি দিচ্ছে খেতে—

ওর বন্ধু বললে—ও খোকা, বাবাকে কি দিচ্চ ?মিছরি ?তুমি খাও।

এই সব স্থূলবুদ্ধি লোকে কি বুঝবে—খোকা তাকেকতখানি ভালোবাসে বা সে খোকাকে কতখানি ভালোবাসে। এদের কাছে কিছু বলে লাভ নেই। পিতাপুত্রের সেই সূক্ষ্মঅবিচ্ছেদ্য ভালোবাসার গূঢ় তত্ত্ব, যা মুখে বলা যায় না, যারবলে এক বছরের শিশু তার অত বয়সে বড় বাপের মনের ভাব বুঝতে পারে, সে জিনিসের ব্যাখ্যা যার তার কাছে করেকি হবে ?

মতিলাল বললে—খাও তুমি—

খোকা হাত বাড়িয়ে বললে—খা না বাবা—

মতিলাল খোকাকে কোলে নিয়ে বন্ধুর বাড়ি থেকেউঠলো। খোকার মনে বার বার কষ্ট দেওয়াও যায় না, অথচওদের সামনে খোকার মুখ থেকে বের করা তার লালঝোল-মাখামিছরি খায়ই বা কি করে ?

ওরা পথে নামলো।

টুনুর ক্ষুদ্র জগতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। আশেপাশেরপথে, বনে, ভাঁটুইবনে অন্ধকার নেমেচে। জোনাকি জ্বলচেকালকাসুন্দে গাছের ঝোপের আশেপাশে, যাঁড়াগাছের নিবিড়পত্র-পুষ্পের মধ্যে, বনমরচেলতারচারু অগ্রভাগে। অন্ধকারেরগহ্বর থেকে যেন ফুটে উঠচে একে একে জ্যোতির্লোক, নীহারিকালোক।

মতিলাল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ও কি জ্বলচে

রে ?

—জোনা পোকা। নিয়ে এসো বাবা—

—তুই নিবি একটা ?

—হ্যাঁ।

খোকা হেঁটেই যাচ্ছিল, অন্ধকার বনঝোপের দিকেতাকিয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ।

—কি হল রে?

—বিচন কাদা !

—না, মোটেই কাদা নেই, শুকনো পথ—

—ছিয়াল !

—কোথায় ?কোথাও নেই, চলো—

—কোলে কর্‌নে—ভয় কব্‌বে—

—এসো তবে—

খানিকটা গিয়ে খোকা বললে বাবা !

—কি ?

—ও বাবা—আমি মুকি খাবো—

—বেশ।

—সন্দেশ খাবো—

—বেশ।

—ও বাবা !

—বোকো না—চুপ করো।

—ও বাবা মতিলাল।

—কি বাবা ?

—কি করচিস ?

—কি আবার করবো, পথ হাঁটচি।

—মা কোথায়—মা ?

—বাড়িতে আছে।

—মার কাছে যাই—

—সেখানেই তো যাচ্চি—

মতিলালের স্ত্রী ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়েছিল। ছুটে এসেছেলেকে কোলে নিয়ে বললেও—আমার সোনার খোকন, আমার রুপোর খোকন, আমার এতটুকুএকটা খোকন—কোথায় গিইছিলি রে?

খোকা হাত দিয়ে একটা অনির্দিষ্ট বস্তু দেখিয়ে বললে— ওখেনে—

—ওখেনে ?বেশ রে বেশ। হ্যাঁগো, যা-তা খাওয়াও নিতো ?

মতিলাল বললে—না না। কি দেবেই বা কে এ সবজায়গায় ! একটু মিছরি খেয়েচে।

অন্নপূর্ণা ওকে দুধ খাইয়ে শুইয়ে দিলে। খোকা খানিকটা উসখুস করে বললে—বাবা কোথায়?

—কেন ?

—ঘুম দেবে ?

—আমি ঘুম দিচ্ছি।

—বাবা দেবে—বাবা দেবে।

মতিলালকে খোকার শিয়রে বসে বসে ঘুম পাড়াতে হয়। প্রতি সন্ধ্যাতেই এ রকম। আজ নতুন কিছু নয়। খোকা বলে—বাবা, জন্তি গাছটি—

—কি ?জন্তি গাছটি ?তবে শোনো—

ওপারে জন্তি গাছটি জন্তি বড় ফলে—

গোজন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে

খানিকটা পরে খোকা নিস্তব্ধ ও নীরব হয়ে গেল। ঘুমিয়েপড়েছে মনে করে মতিলাল যেমন বাইরে এসে বসে তামাকধরিয়েছে, খোকা এমন সময়ে কেঁদে উঠলো—ও বাবা, কোথায়গেলি ?ও বাবা—

মতিলাল তামাক খেতে খেতে হুঁকো নামিয়ে রেখেছুটলো ছেলের কাছে।

অন্নপূর্ণা হেসে বলে—ও ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে পেছনদিকে হাত দিয়ে দেখে তুমি আছ কিনা। যদি বোঝে নেই, তবে ওর ঘুম অমনি ভেঙে যায়—

বাইরের তামাকের ধোঁয়া পুড়ে পুড়ে শেষ হয়, মতিলালকে ঠায় বসে থাকতে হয় শিশুর শিয়রে।

পরদিন নাইতে যাচ্ছে তেল মেখে মতিলাল। খোকাবললে—আমি যাবো–বাবা-নদীতে যাই।

সে রোজই যায়। তাকে তেল মাখিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাঙায় দাঁড় করিয়ে রাখে। যে ঘাটে মতিলাল যায়, সেটাতে লোকজনবড়-একটা যায় না। বড় বনজঙ্গল। খোকা জলে নামবার জন্যেব্যস্ত হয়।

মতিলাল ওকে কোলে করে জলে নামে। মহাখুশিতেদুহাত দিয়ে খোকা খলবল করে জলে। কিছুতেই উঠতে চায়না। ওকে দুটো ডুব দেওয়ায় মতিলাল। এক একটা ডুবের পর খোকা শিউরে আড়ষ্টমতো হয়, নাকে মুখে জল ঢুকে যায়।খানিক পরে সামলে নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।নদীতে বর্ষার ঢল নেমেচে, বড় বড় শেওলা, কচুরিপানাটোপাপানার দাম তীর বেগে ভেসে চলেচে।

খোকা বলে—ও কি বাবা ?

—শেওলা।

–ও বাবা, গান করি, গান করি—

—করো।

—এ-এ-এ-এ, ঘটি বধনন—

খেলারাম বাবাজি বাবাজি—

—বেশ, বেশ গান। এবার জল থেকে ওঠো। হ্যাঁরে, তোকে ও গান শেখালে কে রে ?

—ফুছু।

—হ্যাঁ—যতো সব কাণ্ড ! আবার গান করো তো ?

—ঘটি বধনন—

খেলারাম বাবাজি—

—বেশ গান শিখিচিস—জয় যদু-নন্দন, ঘটিবাটি-বন্ধন, তুলোরাম খেলারাম বাবাজি—

খোকার বহু আপত্তি সত্ত্বেও মতিলাল খোকাকে গা মুছিয়েঘাটের ওপরে কুলগাছের ছায়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে নাইতেনামলো। ঢল-নামা বর্ষার নদীতে কামট-হাঙরের ভয়, জেলেরাপ্রায়ই দেখতে পায়। কুমির তো কাল না পরশু একটা দেখাদিয়েছিল বেলেডাঙার বাঁকে। খোকাকে বেশিক্ষণ জলে রাখাঠিক নয়। ডাঙার কুলতলা থেকে বাবাকে জলে ডুব দিতে ও হাত-পা ছুঁড়তে দেখে খোকা খুব খুশি। ক্রমে খোকাকে খুশি করবার জন্য মতিলাল খরস্রোতা বর্ষার নদীতে সাতার দিতে শুরু করলে।

খোকা ডাঙা থেকে ডাকলেওবাবা–বাবা—

দূর থেকে মতিলাল উত্তর দিলে—কি ?

—আমি যাই—

—না, আর নদীতে নামে না। ঠিক থাকো।

—ও বাবা

—থাক্ দাঁড়িয়ে ওখানে—

খানিকটা পরে বাবাকে আদৌ আর না দেখতে পেয়েখোকা ডাকতে লাগলো—বাবা–বাবা—

কোনো সাড়া নেই।

—ও বাবা–ও মতিলাল—

কোনো দিকে মতিলালের দেখাও নেই।

—ও মতিলাল, ভয় কব্‌বে—

খানিকটাচুপকরে থেকে সেভয়ের সুরেবললে—ছিয়াল !বাবা, ও বাবা—

অনেকক্ষণ পরে কে-একজন তরকারিওয়ালা নৌকোপার হবার জন্যে এসে দেখে, কুলতলায় একটা ছোট ছেলেদাঁড়িয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কাঁদচে। অনেক দূর থেকেই সেশিশুকণ্ঠের আর্ত কান্না শুনতে পেয়েছিল। সে কাছে এসেবললে—কে গা ?কি হয়েচে থোকা ?তুমি কাদের ছেলে ?এখানে কেন ?

খোকা আকুল কান্নার মধ্যে হাত বাড়িয়ে নদীর দিকেদেখিয়ে বলে—বাবা মতিলাল—ভয় কব্‌বে—

এ আজ পাঁচ-ছ'বছরের কথা।

মতিলাল সান্যাল বাজিতপুরের ঘাটে বর্ষার নদীতে কুমির বা কামটের হাতে প্রাণ হারান, তখন তাঁর শিশুপুত্র একানদীর ঘাটে কুলতলায় বসে 'বাবা মতিলাল' বলে কাঁদছিল, একথা অনেকেই জানেন বা শুনে থাকবেন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেটপর্যন্ত শুনে দেখতে এসেছিলেন জায়গাটা। কেউ কেউ খোকার ফোটো তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঘাটের সেইকুলতলায় তাকেআবার দাঁড় করিয়ে। তার পিতৃহারা প্রাণের আকুল কান্না বাইরে কতটুকু বা প্রকাশ হয়েছিল ! তিনদিন পরে মতিলালের অর্ধর্ভুক্ত দেহ পাওয়া যায় সর্ষেখালির বাঁকে মাছধরা কোমরজলে।পুলিশের হাতে দেওয়া হয় মৃতদেহ।

খোকা আজ কোথায়, এ প্রশ্ন অনেকে করবেন জানি।

টুনু নেই। এক বছর পরে সেও বাবার সন্ধানে অজানাপথে বেরিয়ে পড়ে।

অন্নপূর্ণা আছেন। গাঁয়ের লোক দেখাশুনা করে, জেলাম্যাজিস্ট্রেটের কলমের জোরে গবর্নমেন্ট মাসিক কিছু বৃত্তিদেয়।